কক্সবাজারে আলোচনা সভা

রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন চায় স্থানীয় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কক্সবাজার*

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নে রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয় তিন লাখ মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ফসলের মাঠ, বনাঞ্চল, সামাজিক বনায়ন, বেড়িবাঁধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বসতভিটা এমনকি শ্রমবাজার হারিয়ে তাঁরা বেকার জীবন কাটাচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন দ্রুত করা। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় লোকজনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সহায়তার দাবিও জানানো হয়।

গতকাল শনিবার দুপুরে কক্সবাজার শহরের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এসব কথা বলেন। 'স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আগমনের প্রভাব, বর্ষা মৌসুমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক সভার আয়োজন করে কক্সবাজার সিএসও অ্যান্ড এনজিও ফোরাম।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এনজিও ব্যুরো অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এত বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি এখন মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধি পেয়েছেন। তিনি রোহিঙ্গাদের ত্রাণসহায়তায় লুকোচুরির ব্যাপারে এনজিও কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার মোহাম্মদ আবুল কালাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আইনুন নিশাত, দুর্যোগ ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ আতিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাঈম গওহর ওয়ারা ও ইন্টারসেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়ক সুমবুল রিজভী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কক্সবাজার সিএসও অ্যান্ড এনজিও ফোরামের কো-চেয়ারম্যান আবু মোর্শেদ চৌধুরী ও রেজাউল করিম চৌধুরী।

আইনুন নিশাত বলেন, রোহিঙ্গারা ইউএনএইচসিআরের তত্ত্বাবধানে মিয়ানমারে ফিরতে চায়। তার আগে উখিয়া টেকনাফের বসবাসরত রোহিঙ্গাদের ঝুঁকি ঠেকাতে হবে। গত বছর এখানে দুটি বড় ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। এবারও হতে পারে। তখন পাহাড়ধসে রোহিঙ্গাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

মোহাম্মদ আবুল কালাম বলেন, রোহিঙ্গাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় ৩ লাখ ৩৬ হাজার লোকজনকে নানা সহায়তা দেওয়া হবে।